www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি
পুঁজিবাজার
পাঠশালা
অভিব্যক্তি
ইয়াংস্টারস্

সংখ্যা ১৫ | আশ্বিন ১৪২৪, সেপ্টেম্বর ২০১৭ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

TRANSFORMING..... TOWARDS..... TOMORROW

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ

পুঁজিবাজার বিষয়ক

- ইক্যুইটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং প্লেসমেন্ট শেয়ার-এর বিপরীতে অগ্রিম/বিনিয়োগ;
- শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম;
- ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট, এএমসিএল ইউনিট এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম;
- মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- ইস্যু ম্যানেজমেন্ট;
- আন্ডাররাইটিং;
- ব্রোকারেজ সেবাসমূহ;
- ডিপি (ফুল সার্ভিস) সেবাসমূহ;
- মার্জার এবং এক্যুইজিশন;
- ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান;
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা;
- প্রেফারেন্স শেয়ারে বিনিয়োগ;
- স্টক মার্কেট লেনদেন;
- ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্সিং;
- লিজ ফাইন্যান্সিং;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং।

মুদ্রাবাজার বিষয়ক

- সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, জিরো কুপন বন্ড, টিডিআর;
- ব্যাংক গ্যারান্টি;
- কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস।

সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন

- ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনরশিপ ফান্ড;
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডিং;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম।

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ

চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

উপদেষ্টামন্ডলী

মুহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ হুমায়ুন কবির

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আবদুর রহিম

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মনজুর আহমদ

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আবদুস সালাম

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

কাজী ছানাউল হক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী

মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোঃ কামাল হোসেন গাজী

মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন

মহাব্যবস্থাপক

দীপিকা ভট্টাচার্য্য

মহাব্যবস্থাপক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ শাহজাহান

মহাব্যবস্থাপক

মোঃ রিফাত হাসান

মহাব্যবস্থাপক

মোঃ নজরুল ইসলাম খান

মহাব্যবস্থাপক

অসিত কুমার চক্রবর্ত্তী

উপ-মহাব্যবস্থাপক

আহাম্মদ জুলকারনাইন সোহেল

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

প্রকাশনায়:

প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

আইসিবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা - ১০০০।

ওয়েবসাইট: www.icb.gov.bd ই-মেইল:info@icb.gov.bd, icb@agni.com

সূ | চি

সম্পাদকীয় ০৩

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ০৪-০৫

- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী
- সম্ভাবনার নতুন দিগন্তে বাংলাদেশ-শ্রীলংকা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক
- দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে বাংলাদেশ
- পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বাক্ষর
- বৈশ্বিক সক্ষমতা সূচকে ৭ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ
- বাংলাদেশের GI পণ্য হিসাবে ইলিশের স্বীকৃতি

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ০৬-০৯

- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আইসিবিতে "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" উদ্বোধন
- ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা
- ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি
- জাতীয় শোক দিবসে দোয়া ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ
- ক্রিডেন্স ফার্স্ট শরিয়া ইউনিট ফান্ডের ট্রাস্ট ডিড স্বাক্ষরিত
- আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি) এর ৮৯তম সভা
- কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম
- আইসিবি শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭
- আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য
- আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার

যোগদান ১০

অবসর গ্রহণ ১০

শোক বার্তা ১০

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ১১-১২

পুঁজিবাজার ১২-১৪

- বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭
- বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ
- বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

পাঠশালা ১৫

বন্ড

অভিব্যক্তি ১৬-১৮

মাদার অব হিউম্যানিটি

বিশ্বাস অন্ধ নাকি মুক্ত!

মহান ব্যক্তির একটি অনুরোধ লিপিকা

ইয়াংস্টারস্ ১৮-২০

একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা

মা

ঢাকা শহর

অবসর

ইচ্ছা

সম্পাদকীয়

শোষণ থেকে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে হয়েছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়। আর্থ-সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনা হতে মুক্তি এবং আত্মনির্ভরশীল জাতি গড়ার শপথ নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্খা। বঙ্গবন্ধুর আজীবন সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল বিশ্ববুকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বকীয়তা অর্জনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের সেই স্বপ্ন আজ দিগন্তে ভাস্বর। বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে সগর্বে ধাবিত। দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অনুৎপাদনশীলতাকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য দৃপ্ত পদক্ষেপে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে। এ লক্ষ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নির্দেশনায় এবং নেতৃত্বে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জনগুরুত্ব বিবেচনায় সরকার দশটি বৃহৎ প্রকল্পকে মেগা প্রজেক্ট হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এগুলো হলো-পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, পদ্মা রেল সেতু সংযোগ প্রকল্প, চট্টগ্রামের দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার এবং রামু-গুনদুম পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (এমআরটি), পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়), সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প, মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প, মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প। দেশের বিভিন্ন অবহেলিত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে গৃহীত এ সকল পরিকল্পনাসমূহকে ফাস্ট ট্রাক প্রকল্প হিসাবে বিবেচনাপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পরিকল্পনা ও এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের দেশের পুঁজিবাজার সম্ভাবনাময় এবং এ বাজারে বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। এ আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে সরকার পদ্মাসেতুর মতো বড় বড় প্রকল্পের জন্য পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। সরকারের এ সকল মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে এর প্রভাব আমাদের অর্থনীতি এবং পুঁজিবাজারে নতুন গতি সঞ্চারন করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সরকারি কোম্পানিসমূহের শেয়ার অফলোড এর ক্ষেত্রে আইসিবির পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা থাকায় এ সকল মেগা প্রকল্পসমূহ সরকারের নির্দেশনা এবং অনুমোদনক্রমে পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে আইসিবি মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। সরকার প্রস্তাবিত মেগা প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকরণ এবং পরবর্তীতে পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্ত করা হলে বাংলাদেশের শিল্প, যোগাযোগ এবং জ্বালানি খাতে উন্নতির সাথে সাথে পুঁজিবাজারেরও উন্নয়ন সাধিত হবে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে বাংলাদেশকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আইসিবি তার সূচনালগ্ন হতে বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের পুঁজিবাজারকে শক্তিশালীকরণ তথা অর্থনীতির ভিতকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইসিবি সরকারের রূপকল্প অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অঙ্গীকার কর্পোরেশনকে ধাবিত করছে উত্তরোত্তর উন্নয়নের দিকে এবং প্রতিষ্ঠা করছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে। অংশগ্রহণমূলক ও টেকসই উন্নয়নের এই প্রাতিষ্ঠানিক ধারা বজায় রাখতে আইসিবি সকল স্টেকহোল্ডারদের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছে।

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী

‘স্থিতিশীল পৃথিবীতে মানুষের জন্য শান্তি আর মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সংগ্রাম’ স্লোগান নিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শুরু হয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশন। ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের একমাত্র সরকার প্রধান হিসেবে টানা নবম বারের মতো সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভাষণে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান নৃশংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে সৃষ্ট সংকটের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সহিংসতা, হত্যা, নির্যাতনের কারণে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার ফলে সৃষ্ট সংকট এবং তার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরেন।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর ৫ প্রস্তাব

✓ অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও ‘জাতিগত নিধন’ নিঃশর্তে বন্ধ করা।

✓ অনতিবিলম্বে মিয়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করা।

✓ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান এবং এ লক্ষ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় (safe zones) গড়ে তোলা।

✓ রাখাইন রাজ্য হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

✓ কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নিঃশর্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

এ ছাড়া, সন্ত্রাসবাদ এবং সহিংস জঙ্গিবাদকে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি উল্লেখ করে তা মোকাবিলায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার প্রস্তাব তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের সাফল্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সম্ভাবনার নতুন দিগন্তে বাংলাদেশ-শ্রীলংকা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক

৩ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ১৩ জুলাই ঢাকা পৌঁছান শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনা। সফর কালে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক এবং রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। গুরুত্বপূর্ণ এ সফরের মাধ্যমে পারস্পরিক সমঝোতা-সম্পর্ককে টেকসই রূপ দেয়ার পথ সুগম হয়। বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৪টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতিবাচক শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে কূটনীতিক ও সরকারি কর্মকর্তাদের ভিসাবিহীন চলাচলের বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ও কৃষি খাতে সহযোগিতা, উচ্চশিক্ষা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সমঝোতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পররাষ্ট্র সেবা বিষয়ক ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIISS) ও শ্রীলংকার LKIIRSS-এর মধ্যে সমঝোতা, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে সহায়তা, দু’দেশের মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান, সংবাদ সংস্থা এবং চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ফ্যাশন ইন্সটিটিউট ও শ্রীলংকা টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল ইন্সটিটিউটের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে বাকি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকগুলো স্বাক্ষরিত হয়। এ ছাড়া ২০১৭ এর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, যৌথ অংশীদারিত্বে বিনিয়োগ, বিনিয়োগ সুরক্ষা, কর ও শুল্কসহ বাণিজ্যিক সম্পর্ক সহজীকরণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন ক্ষেত্র তৈরির আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে বাংলাদেশ

দেশের বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন লতাচাপলী ইউনিয়নে SEA-ME-WE-৫ নামে উচ্চ গতি সম্পন্ন দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্টেশনের উদ্বোধন করা হয়। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ক্যাবল স্টেশনটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কুয়াকাটার এই ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন থেকে পর্যায়ক্রমে দেড় হাজার জিবিপিএস ব্যান্ডউইথের ইন্টারনেট সরবরাহের সেবা পাবে বাংলাদেশ যা কক্সবাজারে অবস্থিত প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে একটি শাখার মাধ্যমে ইন্টারনেট ল্যান্ডিং স্টেশন হয়ে মূল ক্যাবলে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। স্টেশনটি চালু হওয়ায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত ব্যান্ড উইথ রপ্তানীর মাধ্যমে বাংলাদেশ বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ পাবে। প্রায় ৬৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকার ১৬৬ কোটি টাকা ও বিএসসিসিএল ১৪২ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এই প্রকল্পের বাকী ৩৫২ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়েছে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)।

পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বাক্ষর

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের ৭২তম অধিবেশনের আলাদা পার্শ্ব বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি, এর ব্যবহার ও পরীক্ষা নিষিদ্ধ করে পারমাণবিক যুদ্ধ এড়াতে দীর্ঘ সাত দশক প্রচেষ্টার ফলে বিশেষ এই চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নেয় জাতিসংঘ। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যকার ১২২টি দেশের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ১০ পাতার চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হয়। নিয়মানুযায়ী, জাতিসংঘের ৫০টি দেশের অনুমোদন পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে কার্যকর হবে চুক্তিটি।

বৈশ্বিক সক্ষমতা সূচকে ৭ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

বৈশ্বিক সক্ষমতা সূচকে এ বছর ৭ ধাপ উন্নতির ফলে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচক বা গ্লোবাল কম্পিটিটিভ ইনডেক্সে (জিসিআই) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৩৭টি দেশের মধ্যে ৯৯তম অবস্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম সারা বিশ্বে একযোগে এ সূচক প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে প্রায় সব দেশই সক্ষমতা সূচকে এগিয়েছে। সূচকে ভারতের অবস্থান ৪০তম, ১৫ ধাপ এগিয়ে ভুটানের অবস্থান ৮২তম, নেপালের অবস্থান ৮৮তম এবং পাকিস্তানের অবস্থান ১১৫তম। এ বছর সক্ষমতা সূচকে শীর্ষস্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড।

বাংলাদেশের GI পণ্য হিসাবে ইলিশের স্বীকৃতি

জামদানির পর দ্বিতীয় পণ্য হিসেবে জিআই সনদ লাভ করায় বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেল জাতীয় মাছ ইলিশ। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের কাছে করা আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ৬ আগস্ট ২০১৭ ইলিশকে বাংলাদেশী পণ্য হিসাবে বিশ্ব স্বীকৃতি অর্জনের ঘোষণা করা হয়। ২৪ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে মৎস্য অধিদফতরের কাছে ইলিশের (জিআই) পণ্য হিসাবে বিশ্ব স্বীকৃতির নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর করা হয়। এ স্বীকৃতির ফলে ইলিশ দেশীয় ব্র্যান্ড হিসেবে বিদেশে যাবে যা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। ওয়ার্ল্ড ফিসের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতিবছর যে পরিমাণ ইলিশ আহরণ করা হয় তার ৬৫ শতাংশ জোগান দেয় বাংলাদেশ। ইলিশ আছে, বিশ্বের এমন ১১টি দেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে। উল্লেখ্য, দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনে এককভাবে ইলিশের অবদান ১৫% যা মোট জিডিপির ১.১৫%।

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭)

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আইসিবিতে "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" উদ্বোধন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বিডিবিএল ভবনস্থ আইসিবি প্রধান কার্যালয় (লেভেল-২০) এ "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" উদ্বোধন করেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড.মজিব উদ্দিন আহমদ। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী ছানাউল হক। এ ছাড়া কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণ, উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মচারীগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে ও বাংলাদেশের প্রকৃত গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরতে বিডিবিএল ভবনস্থ প্রধান কার্যালয়ের লেভেল-২০ এ স্মৃতি পাঠাগারটি স্থাপন করা হয়েছে।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ আইসিবি শাখার উদ্যোগে ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখ বিডিবিএল ভবনস্থ আইসিবি প্রধান কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ আইসিবি শাখার সভাপতি ড. এস. এম. আসলাম পারভেজ। অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবেশন ও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহাম্মদ হাসান বাবু, প্রো-ভিসি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মিসেস নীলিমা আক্তার, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও সিন্ডিকেট সদস্য, মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম), ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী ছানাউল হক এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম। সম্মানিত আলোচকবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করেন।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদযাপন করেছে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ, কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী ছানাউল হক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম। এ ছাড়া কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণ, উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মচারীগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোক দিবসে দোয়া ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ

১৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিডিবিএল ভবনস্থ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর প্রধান কার্যালয়ের নামাজ ঘরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার পরিজনদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া দুপুরে অস্বচ্ছল, দুস্থ মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ ও কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী ছানাউল হক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণ, উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মচারীগণ।

ক্রিডেন্স ফার্স্ট শরিয়া ইউনিট ফান্ডের ট্রাস্ট ডিড স্বাক্ষরিত

'ক্রিডেন্স ফার্স্ট শরিয়া ইউনিট ফান্ড' নামে নতুন ফান্ড গঠন করেছে ক্রিডেন্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (সিএএমএল)। ৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ ক্রিডেন্স অ্যাসেটের সঙ্গে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর এ সংক্রান্ত ট্রাস্ট ডিড স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিবির সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী ছানাউল হক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম এবং ক্রিডেন্স অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: জাকির হোসেনসহ দুই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি) এর ৮৯তম সভা

আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি) এর ৮৯তম সভা ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ, শনিবার, সকাল ৯.০০ ঘটিকায় বিডিবিএল ভবনস্থ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় (লেভেল-১৫) এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাজী ছানাউল হক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ, সাবসিডিয়ারি কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণসহ প্রধান কার্যালয় ও স্থানীয় কার্যালয়ের সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সিস্টেম ম্যানেজার, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ।

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

কর্পোরেশনের জন্য একটি প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গঠন করা আইসিবির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিবি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণকে বিভিন্ন মেয়াদে দেশ/বিদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- NAPD, BIBM, BICM, BIM, BIPD, Rapport Bangladesh Ltd., ICLIF (Thailand), National Institute of Bank Management, India (Pune) এবং ICB এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফ্রেমবন্দি স্মৃতি ঃ

Snaps of Local Training Programme

Professor Dr. Mojib Uddin Ahmed, Chairman of the Board of Directors of ICB, delivering inaugural speech.
Professional Development & Stress Management

High Officials of ICB in meditation at Quantum Meditation Hall.
Professional Development & Stress Management

Security Market Analysis and Portfolio Management

Risk Management

Risk Management

Basics of Accounting, Money Laundering, National Integrity Strategy and Public Service Innovation

Snaps of Foreign Training Programme

Corporate Credit Appraisal

Asset-Liability Management (AML) in Banks & Financial Institutions

ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য সরকার বিশেষ সহায়তা তহবিল নামে ৯০০.০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে। আলোচ্য তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইসিবির উপর অর্পণ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণকে সহায়তার লক্ষ্যে উক্ত বিশেষ সহায়তা তহবিল হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউসকে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	আবেদন		মঞ্জুরি		বিতরণ		আদায়	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
মার্চেন্ট ব্যাংক	২৩	৪৬৩.১০	২২	৪৬০.৬৭	১৮	৪২৮.৩৫	১৮	৪৬৫.৩০
ব্রোকারেজ হাউস	২৫	২৮০.০৭	২১	২২২.৫১	১৬	২১৩.৮২	১৬	২২২.৮৪
মোট	**৪৮**	**৭৪৩.১৭**	**৪৩**	**৬৮৩.১৮**	**৩৪**	**৬৪২.০৯**	**৩৪**	**৬৮৮.১৪**

আইসিবির শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭

(টাকায়)

	প্রারম্ভিক	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সমাপণী
জুলাই	১৯৫.১	১৯৭.৭	১৮৮.০	১৯৪.৩
আগস্ট	১৮৯.৫	১৮৯.৫	১৭৮.৮	১৮০.২
সেপ্টেম্বর	১৮০.৪	১৮৮.১	১৭৮.৪	১৭৪.৯

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয় মূল্য ঃ

ইউনিট ফান্ডের নাম	ফান্ডের রেজিস্ট্রেশন তারিখ	সর্বশেষ মূল্য নির্ধারণী তারিখ	ইউনিট প্রতি বিক্রয় মূল্য (টাকায়)	ইউনিট প্রতি পুনঃক্রয় মূল্য (টাকায়)
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১০ এপ্রিল ১৯৮১	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭	-*	২৬০.০০
আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	০৩ জুন ২০০৩	০১ আগস্ট ২০১৭	১০০.০০	৯৭.০০
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস ইউনিট ফান্ড	১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪	০১ আগস্ট ২০১৭	২২৭.০০	২২২.০০
বাংলাদেশ ফান্ড	০৪ মে ২০১১	১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১৯৫.০০	১৯০.০০
আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	০১ আগস্ট ২০১৭	১০.০০	৯.৭০
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	৩০ জুলাই ২০১৫	০১ আগস্ট ২০১৭	১০.৩০	১০.০০
১ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১১ এপ্রিল ২০১৬	০৯ জুলাই ২০১৭	১০.৩০	১০.০০
২য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৫ মে ২০১৬	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১০.৯০	১০.৬০
৩য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৩ জুন ২০১৬	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১১.৪০	১১.১০
৪র্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৩ জুন ২০১৬	০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১০.৯০	১০.৬০
৫ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৩ জুন ২০১৬	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১১.১০	১০.৮০
৬ষ্ঠ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৮ অক্টোবর ২০১৬	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১১.৮০	১১.৫০
৭ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	৭ নভেম্বর ২০১৬	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১২.০০	১১.৭০
৮ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মার্চ ২০১৭	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭	১১.২০	১০.৯০

**১ লা জুলাই ২০০২ তারিখ হতে ''এএমসিএল'' এর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় আইসিবি ইউনিট ফান্ডের সার্টিফিকেট বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।*

আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার

ঋণ ও অগ্রিমের ধরণ	পরিবর্তিত সুদের হার (%) (কার্যকর হওয়ার তারিখ: ০১ জুলাই ২০১৬)
বিনিয়োগ হিসাবে প্রদত্ত ঋণ (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে)	১১.০০
ব্রিজিং ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রিম, ডিবেঞ্চার ক্রয়, অগ্রাধিকার শেয়ার, লিজ অর্থায়ন এবং কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কিম	১১.০০
আইসিবি/ সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ কর্তৃক পরিচালিত সকল ইউনিট ফান্ড/ মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম	১১.০০
সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহে প্রদত্ত ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদি)	৯.০০
সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহে প্রদত্ত ঋণ (স্বল্প মেয়াদি)	৯.০০

যোগদান

আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মজিব উদ্দিন আহমদ, পিএইচ.ডি. এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণ কর্পোরেশনের নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হককে অভিনন্দন জানান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা এর ০১ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.১২.০০১.১৭.১৮৫ নম্বরযুক্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনাব কাজী ছানাউল হক-কে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এ পদায়ন করার প্রেক্ষিতে তিনি ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে কর্পোরেশনে যোগদান করেন। কর্পোরেশন নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় এর সফল কর্মজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করছে।

তিনি সিনিয়র অফিসার হিসেবে ২৫ অক্টোবর ১৯৮৪ সালে আইসিবিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। আইসিবিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে যোগদানের পূর্বে তিনি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি চাকুরি জীবনে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ (বিডিবিএল) এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর মহাব্যবস্থাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। আইসিবির প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত থাকাকালে তিনি পরিচালনা বোর্ডের সচিব এবং বাস্তবায়ন ও ঋণ আদায় ডিভিশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি প্রধান কার্যালয়ের কর্মচারী বিভাগ, নিরীক্ষা ও পদ্ধতি বিভাগ, ইনভেস্টরস বিভাগ, ইকোনমিক এন্ড রিসার্চ বিভাগ, কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ, স্থানীয় কার্যালয়, রাজশাহী ও খুলনা আইসিবি শাখায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ এর সিইও হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। কাজী ছানাউল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাকাউন্টিং-এ স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

কর্পোরেশনের কাজের গতি ত্বরান্বিত করা ও সমুন্নত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে গত ১৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ০১ জন নতুন অফিস সহায়ক জনাব নাসির উদ্দিন কর্পোরেশনে যোগদান করেছেন।

অবসর গ্রহণ

কর্মজীবনের সায়াহ্নে প্রতিবছর আইসিবি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৭ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর প্রান্তিক সময়কালীন কর্পোরেশনের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব চন্দ্র সাগর দাস গত ২০.০৯.২০১৭ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে তাঁর সুখ, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

শোক বার্তা

কর্পোরেশনের প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে কর্মরত কেয়ারটেকার জনাব আবুল কাশেম মিয়া ২৮.০৯.২০১৭ তারিখ ভোর ৫:০০ ঘটিকায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন)।

এ ছাড়া ২১.০৮.২০১৭ তারিখে কর্পোরেশনের ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল অপারেটর জনাব মশিউর রহমান এর মাতা আমেনা বেগম, ০৬.০৯.২০১৭ তারিখে কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আমিনুল কাদের খান এর পিতা জনাব ফিরোজুল কাদের খান এবং ১৩.০৯.২০১৭ তারিখে সিনিয়র অফিসার জনাব বশির আহম্মদ এর পিতা জনাব মনসুর আহম্মদ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন)। কর্পোরেশন সকল মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি

মাথাপিছু আয়, অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়নের প্রায় সবকটি সূচকেই অন্য দেশের তুলনায় এগিয়ে থেকে বাংলাদেশ "উন্নয়নের রোল মডেল" হিসেবে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সময়ের সাথে ধারাবাহিকভাবে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক নীতি কৌশলে পরিবর্তন এনেছে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে উদারনীতি গ্রহণ করেছে, যেখানে প্রয়োজন যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রক্ষণশীল বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া প্রয়োজন অনুসারে ব্যক্তি খাত, আর্থিক সেবা, আমদানি-রপ্তানিসহ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎসাহ ও প্রাধান্য দিয়েছে। বাংলাদেশের এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে বেসরকারি খাত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বৈদেশিক সহায়তার বলিষ্ঠ ভূমিকা। তবে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে এ দেশের কৃষক, শ্রমিক এবং স্বল্প ও মাঝারী উদ্যোক্তা শ্রেণি। তারপরও বর্তমান সাফল্যে আত্মতৃপ্তির তেমন সুযোগ নেই। ২০৪১ সালে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হতে ইচ্ছুক।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক এর জাতীয় পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি এর চিত্র প্রদর্শিত হলোঃ

মূল্যস্ফীতির হার (ভিত্তি বছর : ২০০৫-০৬)	জুলাই ২০১৭	আগস্ট ২০১৭	সেপ্টেম্বর ২০১৭
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে	৫.৫৭%	৫.৮৯%	৬.১২%
মাসিক গড় ভিত্তিতে (১২ মাস)	৫.৪৫%	৫.৫০%	৫.৫৫%

আগস্ট ২০১৭ এ মোট টাকার যোগান দাঁড়িয়েছে ১,০৩,১১,৫১৭ মিলিয়ন টাকা যা বিগত বছরের একই মাসের তুলনায় প্রায় ১২ শতাংশ বেশি।

বৈদেশিক রিজার্ভ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর ৩১,৩৮৫.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে প্রায় ১ হাজার ৪ শত মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে ৩২,৮১৬.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে।

এনবিআর এর জুলাই-আগস্ট, ২০১৭ মাসের কর আদায় এর পরিমাণ প্রায় ২৭১৬১.৬৯ কোটি টাকা যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ২২,০২১.৬১ কোটি টাকা এবং যা বিগত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৩ শতাংশ বেশি।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর জুলাই ২০১৭ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ ত্রৈমাসিকে প্রতি মাসের শেষ কর্মদিবস অনুযায়ী ইনডেক্স ও বাজার মূলধনের পরিবর্তন নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

স্টক এক্সচেঞ্জ	ইনডেক্স	৩১ জুলাই ২০১৭	৩১ আগাস্ট ২০১৭	২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	৫৮৬০.৬৫	৬০০৬.৪৩	৬০৯২.৮৪
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ	সিএসসিএক্স ইনডেক্স	১০৯৬০.২০	১১২৪২.৪৭	১১৪১২.৬৫

আগস্ট ২০১৭ মাসে ব্যাংক সুদের স্প্রেড হার ৪.৫৩ শতাংশে অবস্থান করছে যা আগস্ট ২০১৬ তে ছিল ৪.৮০ শতাংশ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের সাথে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

(মিলিয়ন ডলারে)

খাতসমূহ	২০১৬-১৭ অর্থবছর			২০১৭-১৮ অর্থবছর		
	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর
রেমিটেন্স আয়	১০০৫.৫১	১১৮৩.৬১	১০৫৬.৬৪	১১১৫.৫৭	১৪১৮.৫৮	৮৫৩.৭৩
রপ্তানি আয়	২৫৩৪.৩১	৩২৮৮.৬৫	২২২৭.১৫	২৯৮৭.৬৬	৩৬৪০.৯৪	২০৩৪.১৩

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর এর বাণিজ্য ভারসাম্য ঘাটতি ১৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর এর বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি ৩৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেপ্টেম্বর ২০১৭ এর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কারেন্সির বিপরীতে টাকার মূল্য নিম্নে প্রদর্শিত হলোঃ

(২৮.০৯.২০১৭ তারিখে)

আন্তর্জাতিক কারেন্সি	ক্রয়মূল্য (টাকায়)	বিক্রয়মূল্য (টাকায়)
১ মার্কিন ডলার	৮০.৮০	৮০.৮০
১ ইউরো	৯৫.৪৪	৯৫.৪৭
১ গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড	১০৮.২৪	১০৮.২৬
১ জাপানি ইয়েন	০.৭২	০.৭২
১ ইন্ডিয়ান রুপি	১.২৪	১.২৪

উল্লেখ্য, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সকল খাতের সংশ্লিষ্ট সবাই একত্রে কাজ করলে নিশ্চয়ই আমরা ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় নতুন এক বাংলাদেশকে বিশ্বকে তুলে ধরতে সক্ষম হব। সে সময় আমরা আজকের মত উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনা না করে নিজেদের মাথাপিছু আয় অন্য সব উন্নত দেশের মাথাপিছু আয়ের সাথে তুলনা করব। আর দ্রুত অগ্রসরমান সেই বাংলাদেশের জন্য দেশের সকল খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কাজ করতে হবে। এটা সম্ভবপর হলে দি ইকোনমিস্টের উল্লিখিত প্রতিবেদনের উদ্ধৃতির মতো আমরা গর্ব করে বলতে পারব, '.....বাংলাদেশ তার অতীতের ছাইভস্ম থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং অগ্রসরমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এক সফল দেশে রূপান্তরিত হতে পেরেছে'।

সূত্রঃ

1. www.bb.org.bd
2. www.bbs.gov.bd
3. www.dsebd.org
4. www.cse.com.bd

পুঁজিবাজার

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রান্তিকের শুরুতে ডিএসই-এর ব্রড ইনডেক্স ছিল ৫৬৫৪.৬২ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন ছিল যথাক্রমে ৩৮১০৬৮৫.৫৮ ও ৮৫৫১.৩৩ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ডিএসই-এর ব্রড ইনডেক্স দাঁড়ায় ৬০৯২.৮৪ তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪০৭২০৮২.৫৩ ও ৬২৪৮.৩৭ মিলিয়ন টাকায়। পক্ষান্তরে, প্রান্তিকের শুরুতে সিএসসিএক্স ইনডেক্স ছিল ১০৫৮১.১৬ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন ছিল যথাক্রমে ৩১২৮৫৮৩ ও ৬৩১.৫৫ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে সিএসসিএক্স ইনডেক্স দাঁড়ায় ১১৪১২.৬৫ তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩৮৮৮৫৯ ও ২৯৬২.৯৭ মিলিয়ন টাকায়।

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭

	ডিএসই					সিএসই				
তারিখ	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	সিএসসিএক্স ইনডেক্স
০২-০৭-২০১৭	১৪৪৩৫৭	২৫৩২১৮৮৩৭	৮৫৫১.৩৩	৩৮১০৬৮৫.৫৮	৫৬৫৪.৬২	১৭৫৭২	২৪৪২৭২০৫	৬৩১.৫৫	৩১২৮৫৮৩	১০৫৮১.১৬
০৬-০৭-২০১৭	১৫৫৮৭৭	৩১৭৫৪৪৮৯৯	১০০৫৪.৬০	৩৮৫৪২৫৭.৬৯	৫৭৪৯.৬৬	১৯১৬২	২১৫২১৯০৫	৬২৫.৩৮	৩১৭৭৯১৯	১০৭৭৬.১৫
১৩-০৭-২০১৭	১৪১৫৯৯	৩১৬১১৬৭৭০	১০০৯৩.২৫	৩৯১৮৭৯৩.৭৫	৫৮৩৪.৮৭	১৬৮৯৯	২২৭৯৬৬৮৭	৫৪৩.৪০	৩২৪২০৩৮	১০৯৩৯.৪৪
২০-০৭-২০১৭	১০৩২১৮	১৯৪১৭৪৭৪১	৬৩৬৬.৩৩	৩৯০১১২৬.৩৩	৫৭৮২.৪৭	১১৯৯১	১৭০৬৭২৫৯	৪১৯.৯৯	৩২২৬৭১৩	১০৮৪৩.৫৫
২৭-০৭-২০১৭	১০৫৬১৫	২৩২২৪৭৩৬৮	৭১২৯.৬৩	৩৯৩১৪৭১.৭১	৫৮১৫.০৭	১২২৬৫	১৫০৫৪৭৬২	৫১৮.২৯	৩২৫৬৭৬৭	১০৮৯৬.৯৯
০৩-০৮-২০১৭	১৫০৯৭৭	৪২২৪৬১২৮৭	১০৭৭৯.৯৮	৩৯৫৫৬৯৪.৫৩	৫৮৮০.৪৫	১৯৯০৩	৩০৩৪৬৫৮২	৬৩৬.৭৯	৩২৮০৯৮৭	১১০১২.৭৬
১০-০৮-২০১৭	১৪৬৬৬৪	৩১৭৬৯৬৩৯০	৯৬১৯.২৭	৩৯৭৩১৮১.১৩	৫৯০১.৮১	১৬৫৭৩	১৯৯০৭৬৪১	৫৩২.০৮	৩২৯৯১৩১	১১০৬৩.০০
১৭-০৮-২০১৭	১৩৬৯০৪	২৩৪৭৭১১৩০	৮৩২১.২৫	৩৯৭০৪৮২.৪৪	৫৮৬১.১২	১৪২৪৩	১৫৬৩৬৭৮৪	৪৬২.৫০	৩২৯৯৮৪৬	১১০০২.৪৬
২৪-০৮-২০১৭	১২১৮৯৪	২০৬০৭৯১৯৪	৭৮২১.০৯	৩৯৭০৪২১.১৮	৫৮৮৫.৪২	১২৮৯১	১৩৩২১৮৯৪	৪৪৩.৬৮	৩২৯৫১৯১	১১০৩৫.৭২
৩১-০৮-২০১৭	১২৪৫৭৭	২৭৭১৪৭২৬২	৮৫২৮.৪৭	৪০২০৯০৮.১১	৬০০৬.৪৩	১৪২১৮	২৫৬৩৪৭১৩	৬৪২.৪৭	৩৩৩৭৪৪১	১১২৪২.৪৭
০৭-০৯-২০১৭	১৬২১৮৪	৩৫৮২৭০০৩৯	১১৪৪২.৭৪	৪০৭৭৬৪৮.৭১	৬১১৪.৯৯	১৭৭৩৩	১৯১৬৯৯৩৭	৫২৭.৩৭	৩৩৯৯৬৬৪	১১৪৬৮.০২
১৪-০৯-২০১৭	১৪৫৬৯৭	৩৫১৭৬৯৫৩৮	১১২৪২.১৬	৪১৩০৮৮৯.০০	৬২০৩.৯০	১৫৪০৭	৪৬৮০৭২৬৯	১৫৫৩.২৭	৩৪৫৪৬০৫	১১৬৫০.০২
২১-০৯-২০১৭	১২৩৪৯৯	২৯২৪৩৬০১৭	৭৮০৫.৭০	৪১০৩১০৭.০৩	৬১৭০.৪৮	১৫৩৪৪	২১২০৭৪৯৫	৪৯১.৪৩	৩৪২৩৮৯৫	১১৫৭৮.৫০
২৮-০৯-২০১৭	৯৬৫৩৬	২০৪৯১৩৬৪৩	৬২৪৮.৩৭	৪০৭২০৮২.৫৩	৬০৯২.৮৪	১১৮৪৭	৯৮৫১২৯২৫	২৯৬২.৯৭	৩৩৮৮৮৫৯	১১৪১২.৬৫
দৈনিক গড় (জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭)	১৪১০৪.৩১	৩১৩০৩৭৯৬৮.৫৫	৯৭৫২.০৭			১৬৬৪৫.৩৫	২৪১২০৫৭০.৬৯	৬৭৩.৪৭		

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %
১	গ্রামীণফোন লি.	৫৬০৭৭৯.৬০	১৫.৯৫	গ্রামীণফোন লি.	৫৫৯৯৬.৯৪	১৬.৫৫
২	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি.	২০৯৮৯৯.২৩	৫.৯৭	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি.	২০৯৯৬.৭৮	৬.২১
৩	বিএটিবিসি	১৭৯৫৬৮.০০	৫.১১	বিএটিবিসি	১৭৭০০.০০	৫.২৩
৪	আইসিবি	১১৩২১০.১৬	৩.২২	আইসিবি	১১২৭০.৩৯	৩.৩৩
৫	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	৭৩৪৬২.৫১	২.০৯	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	৭৩১২.০৪	২.১৬

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট মূলধনের %	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট মূলধনের %
১	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক	৩৯৬.১৩	০.৫৯	ইসলামী ব্যাংক লি.	২৫৫৯.৮৭	৮৭.৪৬
২	উত্তরা ব্যাংক	৩০৩.৬৭	০.৪৯	প্রাইম ব্যাংক	৪৫.৯৫	১.৫৭
৩	যমুনা ব্যংক	২৪২.৪৪	০.৩৯	অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ	২২.৬২	০.৭৭
৪	ন্যাশনাল ব্যাংক	২০৯.৩৪	০.৩৪	ন্যাশনাল ব্যাংক	২০.৭৫	০.৭১
৫	প্রিমিয়ার ব্যাংক	১৯০.৮৮	০.৩১	উত্তরা ব্যংক	১৩.৮৭	০.৪৭

সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	প্রকৃত ইপিএস (টাকা)	পি/ই
১	বিএটিবিসি	১২৬.৩৭	২৩.৬৮
২	বার্জার পেইন্টস	১০৯.০০	১৯.২৮
৩	স্টাইলক্রাফট	৯৫.৪২	১৪.৭৪
৪	বাটা সু	৭৬.২৪	১৫.০৮
৫	এসিআই লিমিটেড	৭৪.৪১	৭.৭৮

সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)
১	ন্যাশনাল ব্যাংক লি.	৬.৩৪	২.৩৭	ম্যাকসন স্পিনিং মিলস্	৪.০০	২.৮০
২	খুলনা পাওয়ার কোম্পানি	৬.৪৫	৯.৮২	তিতাস গ্যাস	৫.৩২	৮.৯৮
৩	তিতাস গ্যাস	৬.৪৬	৭.৩৭	ন্যাশনাল ব্যাংক	৬.৩৪	২.৩৭
৪	এমারেল্ড ওয়েল	৭.৪৩	৩.০৩	খুলনা পাওয়ার কোম্পানি	৬.৪৪	৯.৮২
৫	প্রিমিয়ার ব্যাংক	৭.৫১	২.৩০	এসিআই	৬.৫৪	৮৮.২৪

তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত মূলধন (কোটি টাকায়)	পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকায়)	শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান (শতকরা হারে)					নিট লাভ (কোটি টাকায়)	সমাপণী মূল্য (টাকায়)*	শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকায়)	পি/ই রেশিও
			পরিচালক	সরকার	ইন্সটিটিউশন	বৈদেশিক	জনসাধারণ					
ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেল এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কো. লিমিটেড	৮০০.০০	৩৬২.৯০	৯০.০০	০.০০	৩.৭১	০.০০	৬.২৯	৫৬০.৬১	১৬৬.৬০	৩৪.২২	১৫.৫৭	১০.৭০
দি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড	৫০০.০০	২১১.৬০	৩৮.৮৮	০.০০	২৬.৫৪	০.৪৮	৩৪.১০	১১০.১২	১১৩.২০	৭৭.৩৪	৬.৫৫	১৭.২৮
এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড	১০০০.০০	৩০১.৭০	৭১.৫৩	০.০০	১৪.১৮	১.৭০	১২.৫৯	২১১.৬৫	১১৯.৩০	৩০.৫২	৭.০২	১৭.০০
গ্রামীনফোন লিমিটেড	৪০০০.০০	১৩৫০.৩০	৯০.০০	০.০০	৫.১৯	২.৪০	২.৪১	২২৫২.৬৩	৪১৫.৩০	২৪.৮৬	১৬.৬৮	২৪.৮৯
কেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্	৯১০.০০	৪০৫.৬০	১৩.১৮	০.০০	২৭.৬৮	৩৬.৩৩	২২.৮১	২৯৪.৮০	১০৬.৮০	৫৬.৮৬	৭.২৭	১৪.৬৯

*সূত্র: ডিএসই মাসিক রিভিউ; সেপ্টেম্বর ২০১৭। * ২৮.০৯.২০১৭ তারিখে*

বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

		৩০ জুন ২০১৭	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭	পরিবর্তন (%)
বাংলাদেশ				
	ডিএসইএক্স	৫৬৯১.৩৭	৬০৯২.৮৪	৭.০৫
	সিএসসিএক্স	১০৬৮৮.৭৬	১১৪১২.৬৫	৬.৭৭
এশিয়া				
টোকিও	নিক্কি ২২৫	২০০৩৩.৪৩	২০৩৫৬.২৮	১.৬১
হংকং	হ্যাং সেং	২৫৭৬৪.৫৮	২৭৫৫৪.৩০	৬.৯৫
বোম্বে	এস অ্যান্ড পি বিএসই সেনসেক্স	৩০৯২১.৬১	৩১২৮৩.৭২	১.১৭
সাংহাই	এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স	৩১৯২.৪৩	৩৩৪৮.৯৪	৪.৯০
ফিলিপাইনস্	পিএসইআই	৭৭৮৮.০৬	৮১৭১.৪৩	৪.৯২
থাইল্যান্ড	এসইটি	১৫৭৪.৭৪	১৬৭৩.১৬	৬.২৫
শ্রীলংকা	কলম্বো স্টক এক্সচেঞ্জ অলশেয়ার ইনডেক্স	৬৭০২.৫৩	৬৪৩৮.২৪	(৩.৯৪)
ইউরোপ				
লন্ডন	এফটিএসই ১০০	৭৩১২.৭২	৭৩৭২.৮০	০.৮২
ডয়চে বোর্স	ডিএএক্স	১২৩২৫.১২	১২৮২৮.৮৬	৪.০৯
ইউরো নেক্সট প্যারিস	সিএসি-৪০	৫১২০.৬৮	৫৩২৯.৮১	৪.০৮
আমেরিকা				
ইউএসএ	নাসডাক কম্পোজিট	৬১৪৪.৩৫	৬৪৯৫.৯৬	৫.৭২
	ডিজেআইএ	২১২৮৭.০৩	২২৪০৫.০৯	৫.২৫
	এস অ্যান্ড পি-৫০০	২৪২৩.৪১	২৫১৯.৩৬	৩.৯৬
ব্রাজিল	বোভেসপা	৬২৮৯৯.৯৭	৭৪০৯৪.০০	১৮.০৮

সূত্র: http://finance.yahoo.com/; http://www.set.or.th/en/market/market_statistics.html;

Bond

The bond market is a financial market where participants buy and sell debt securities, usually in the form of bonds. Bond Market is composed of Treasury bond, Municipal Bond and Corporate Bond. This is of two kinds- Organized and OTC markets. There are various types of bond products depending on provisions, maturities, coupon rate, options, convertibility etc.

The most important bonds are following:

1. Govt. bonds: Govt. bonds are bonds issued by the govt. in a country to acquire funds from people, including individual and organizations. As govt. can always raise taxes to pay bond payments, these bonds have almost zero default risk and as a result, they show excellent liquidity. Based on maturity, we can define them under following classes-

i. Treasury bonds : Govt. debt securities maturing in ten to thirty years.
ii. Treasury notes: Govt. debt securities maturing in one to ten years.
iii. Treasury bills: Securities issued with a year or less to maturity.

2. Municipal bonds: Municipal bonds are debt securities issued by states, cities, township, counties, political subdivisions and U.S. territories. The capital raised by these securities is used to build a new high school, to construct a water purification plant, to extend a state highway, to erect a multisport centre and sometimes just to refund old debt.

3. Corporate bonds: These are bonds issued by corporations. Although these bonds provide comparatively higher return than govt. or municipal bonds, they also have a higher default risk. And their face value is usually in 1000, which attracts small investors too. Some corporate bonds are following-

i. Mortgage bonds: These are secured by a legal claim to specific assets of the issuer, such as real property like a factory.
ii. Equipment trust bonds: These bonds is backed by specific types of equipment, such as trains, trucks and airplanes.
iii. Income bonds: These are not issued, but given in exchange for other bonds.

4. Zero Coupon Bonds: Zero Coupon Bonds are issued at a discount to their face value and at the time of maturity, the principal/face value is repaid to the holders. No interest (coupon) is paid to the holders and hence, there are no cash inflows in zero coupon bonds. The difference between issue price (discounted price) and redeemable price (face value) itself acts as interest to holders.

5. Coupon bonds: These are bonds that promises a fixed face value at the maturity and periodic interest payments.

6. Convertible bonds: These bonds allow investors to exchange bonds for shares of the issuer company.

7. Junk bonds: These are bonds that promise a high return but also has a high degree of default risk. Usually these funds are issued by firms that have a high degree of leverage in their capital structure and faces bankruptcy risk.

8. Fixed rate bonds: Fixed rate bonds have a coupon that remains constant throughout the life of the bond. A variation are stepped-coupon bonds, whose coupon increases during the life of the bond.

9. Asset-backed securities: These bonds interest and principal payments are backed by underlying cash flows from other assets.

10. Subordinated bonds: These bonds have a lower priority than other bonds of the issuer in case of liquidation. In case of bankruptcy, there is a hierarchy of creditors. First the liquidator is paid, then government taxes, etc. As a result, the risk is higher.

11. Perpetual bonds: Perpetual bonds are also often called perpetuities or 'Perps'. They have no maturity date. The most famous of these are the UK Consols, which are also known as Treasury Annuities or Undated Treasuries.

Beside these, some other kinds of bonds are Floating rate notes, High-yield bonds, Exchangeable bonds, Inflation-indexed bonds, Covered bonds, Bearer bond, Registered bond, Build America Bonds (BABs), Book-entry bond, Lottery bonds, War bond, Serial bond, Revenue bond, Climate bond, Dual currency bonds, Floating Rate Bonds, Callable Bonds, Puttable Bonds, Convertible Bonds, Amortizing Bonds, Bonds with Sinking Fund Provisions, Registered bonds, Retail bonds, Social impact bonds etc.

মাদার অব হিউম্যানিটি

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ২০ বছর পার হতে না হতেই সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তখন বিভিন্ন দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ধারণার সৃষ্টি হয় যে পাশ্চাত্য সভ্যতা অপশক্তির দখলে চলে গেছে এবং তার দিন শেষ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুর ঠিক আগে অর্থাৎ ১৯৪১ সালে রচনা করেছিলেন 'সভ্যতার সঙ্কট' নামক প্রবন্ধ। এ ছাড়া, সভ্যতার সঙ্কট সম্পর্কে চরম কথাটি জীবনানন্দ দাশ উচ্চারণ করেছিলেন একটি ছোট্ট কবিতার মাধ্যমে:

'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা,
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই,
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।'

আসলে তাঁরা সবাই অনুভব করেছিলেন যে বিগত পাঁচ-ছয় শ বছর ধরে রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে ইউরোপের সভ্যতায় যে বিকাশ ঘটেছিল তার অবসান আজ দ্বারপ্রান্তে। পাশাপাশি এটাও উপলব্ধি হয় যে, উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে অনৈতিক অবস্থার মধ্যে মানুষ আজ নির্মম বর্বরতায় নিপতিত হয়েছে। ইউরোপের জ্ঞানীদের প্রতি তাঁরা নতুন রেনেসাঁস কিংবা নতুন সভ্যতা সৃষ্টির তাগিদ দিয়েছিলেন। অবশ্য আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন সভ্যতার উত্থানের সম্ভাবনা দেখেছিলেন পূর্ব থেকে, পশ্চিম থেকে নয়।

বলা বাহুল্য যে, ঐক্যহীন, নেতৃত্বহীন, লক্ষ্যহীন, কর্মসূচীহীন ও কার্যক্রমহীন হয়ে দুর্বল হয়ে থাকলে শোষণ-বঞ্চনা ভোগ করতেই হয় এবং দুর্বল থাকা অন্যায়। এ ক্ষেত্রে অনুন্নত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করে উন্নত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো থেকে প্রগতিশীল জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি গ্রহণ ও এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তিশালী হতে হবে। ঐক্যহীন, নেতৃত্বহীন, দুর্বলরা শক্তিশালী হতে পারে মহান লক্ষ্য নিয়ে, নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের থেকে, নিজেদের জন্য উন্নত নেতৃত্ব সৃষ্টি করে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে।

আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ও জাতির উন্নতির মহান লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের থেকে, নিজেদের জন্য উন্নত নেতৃত্ব সৃষ্টি করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি জানেন, এ দেশে মায়ানমারের সামরিক জান্তা কর্তৃক নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, শোষিত এবং অত্যাচারিত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়াটা নানা কারণে বিপজ্জনক। তারপরও তিনি ছয় লক্ষাধিকের উপর রোহিঙ্গাকে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয়, রোহিঙ্গাদের মনোবল দৃঢ় করতে, তাদের সান্ত্বনা-সহানুভূতি জানাতে ছুটে গিয়েছেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। যেখানে চীন, ভারত, রাশিয়ার মতো বিশ্বশক্তি রোহিঙ্গাদের পক্ষে অবস্থান নেয়নি, সেখানে বঙ্গবন্ধু কন্যা দৃঢ়চেতা মনোভাবে রোহিঙ্গাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাদের আশ্রয়, খাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা কেবল গ্রহণই করেননি, তাদের নিজ দেশে মর্যাদার সঙ্গে পুনর্বাসিত করতে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন দেশকে প্রতিনিয়ত চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই মানবিকতা, ঔদার্য দেখে বিশ্বের তাবৎ নেতৃত্বের সুদৃষ্টি আজ বাংলাদেশের পক্ষে।

দৈনিক খালিজ টাইমস নামক সংযুক্ত আরব আমিরাতের সর্ববহুল প্রচারিত একটি পত্রিকার ব্লগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রাচ্যের নতুন তারকা হিসেবে অভিহিত করেছেন পত্রিকার মতামত সম্পাদক অ্যালন জ্যাকব। তিনি লিখেছেন, সু চি ও শেখ হাসিনা তাঁদের নিজ নিজ দেশের মুক্তি সংগ্রামের মহানায়কের কন্যা। দুজনেই খুব কাছ থেকে ট্র্যাজেডি দেখেছেন। যদিও পার্থক্যটা বিশাল। মানবতা যখন বিপন্ন তখন একজন বেছে নিলেন শুধু দর্শকের ভূমিকা, আর অন্যজন প্রদর্শন করলেন অপরিসীম উদারতা। তিনি আরও লেখেন, জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলো থেকে ১২ লাখ শরণার্থী গ্রহণের সাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যতিক্রম, যার সম্পদ সীমিত। এটি বাংলাদেশ সরকারের কারণে সৃষ্ট জনস্রোত নয়, তথাপি শেখ হাসিনা তাঁর মানবিকতার জায়গা থেকে সরে যাননি। জ্যাকব তাঁর লেখায় শেখ হাসিনার প্রশংসা করে আশাবাদ ব্যক্ত করেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো নেতারা যখন রাষ্ট্রের কর্ণধার হন, তখন অভিবাসন সমস্যা নিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত পৃথিবীতে জ্বলে উঠে আশার প্রদীপ। বঙ্গবন্ধুর মতো তাঁকেও অসহায় মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা ব্যথিত করে, প্রভাবিত করে। তাই তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বাড়িয়ে দেন সহায়তার হাত। বঙ্গবন্ধু কন্যার এই মানবিকতার গুণটি বেশ ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। তাই তিনি শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'তাঁর নেতৃত্বের অসাধারণ গুণ হলো নিপীড়িত, বঞ্চিত, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো। শেখ হাসিনার মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছে।' নেলসন ম্যান্ডেলার মতো বিশ্বের অনেক মহান ব্যক্তিত্ব শেখ হাসিনার বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছিলেন। আর এখন পেলো সারা বিশ্ববাসী।

সভ্যতা ও মানবতার প্রদীপ জ্বালিয়েই বাংলাদেশ ও বিশ্বে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বইয়ে দিচ্ছেন শান্তি ও সমৃদ্ধির বাণী। নিরহংকার, সাদামাটা জীবনযাপন, মমতাময়ী মায়ের আদরতুল্য মাতৃস্নেহ তাঁকে কেবল বাঙালি নয়, বিশ্ববাসীর নিকট করে তুলেছে আদর্শ এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তাইতো তিনি সাড়া বিশ্বে আজ পরিচিতি পেয়েছেন 'মাদার অব হিউম্যানিটি' নামে।

লেখক আইসিবির প্রধান কার্যালয়ের প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র অফিসার

বিশ্বাস অন্ধ নাকি মুক্ত!

আয়শা সুলতানা

"যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জান্নাত দাখিল করবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবাহমান ঝর্নাধারা। কিন্তু যারা সত্য অস্বীকার করে, ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত (ভাল-মন্দ বাছবিচার ছাড়াই) পানাহার করে, তাদের নিবাস হবে জাহান্নাম।" [সুরা মুহাম্মদ, আয়াত-১২]

আয়াতটিতে দুটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কর্মধারা ও কর্মের ফলাফল বিবৃত হয়েছে। যারা সত্য অস্বীকার করে তারাও তাদের কোন না কোন বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই সত্য অস্বীকার করে। তেমনিভাবে যারা সৎকর্মশীল তাদেরও একটা বিশ্বাস রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দুটি বিপরীত ধর্মী অবস্থান। কিন্তু মূলে রয়েছে বিশ্বাস। এখন প্রশ্ন বিশ্বাস কি? সহজ কথায় বলতে হয়, যে কোন বিষয়ে যার যার নিজস্ব যে ধারণা-সেটাই বিশ্বাস। এই ধারণা আসতে পারে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, কখনো মনের কল্পনা থেকে, কখনো নিজের চিন্তা থেকে। অর্ধ গ্লাস পানি দেখে কেউ আক্ষেপের সাথে চিন্তা করে আহারে আধা গ্লাসই তো খালি! আবার একই জিনিস দেখে অন্য কেউ আনন্দিত হয়, ভাবে বাহ! আধা গ্লাস পানি। একটা চিন্তা বা দৃশ্য বা অভিজ্ঞতা থেকে সেই সম্পর্কিত আরও চিন্তা বা ঘটনার সমন্বয় ঘটার ফলেই ব্যক্তিমনে বিশ্বাসের জন্ম। যখন কোন বিশ্বাস মনের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায় তখন সেটা মুক্ত বিশ্বাস আর যে বিশ্বাস নেতিবাচকতার-সেটা অন্ধ বা ভ্রান্ত বিশ্বাস। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে এভাবে বলা যায় যে আস্তিক সে বিশ্বাস করে স্রষ্টার অস্তিত্বের। আর যে নাস্তিক সেও বিশ্বাস করে কিন্তু তার বিশ্বাস নাই-তে অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্বহীনতায়। তাই বর্ণনার সুবিধার্থে আমরা এই দুই প্রকার বিশ্বাসীকে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী এবং তাদের বিশ্বাসের ধরণকে যথাক্রমে মুক্ত বিশ্বাস ও ভ্রান্ত বা অন্ধ বিশ্বাস বলে অভিহিত করতে পারি।

মুক্ত বিশ্বাস আসলে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নতুন কিছু করা সহজ করে দেয়। যেটা আপাত অসম্ভব তাকে সম্ভব করে। মুক্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী একজন মানুষ অতিক্রম করে রোগ জরা হতাশা রাগ ক্ষোভ দুঃখ ও কষ্টকে। স্রষ্টায় সমর্পিত হয়ে স্রষ্টা প্রদত্ত জ্ঞান মেধা প্রজ্ঞাকে কাজে লাগায় আস্থার সাথে বিশ্বাসের সাথে ধৈর্য্যের সাথে- কালক্রমে পরিণত হয় ইনসানে কামেলে। ব্যর্থ হয়েও বিশ্বাস হারায় না। অবিচল থাকে লক্ষ্যের বাস্তবায়নে। অনেক সময় আমরা মুখে বলি স্রষ্টার উপর বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাস নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, নিজের মতলব পূরণের জন্য। আল্লাহ এটা দাও, ওটা দাও- পেলে ভাল, না পেলে অভিযোগ। এরূপ বিশ্বাস অবিশ্বাসেরই নামান্তর। এক লোক পাহাড় থেকে পড়তে পড়তে গাছের ডাল ধরে ফেলল। ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল, ঈশ্বর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ''আমি তোমাকে রক্ষা করব। তার আগে আমি যা বলব তাই শুনবে?'' লোকটি বলল, ''তুমি বিশ্বাস কর, যা বলবে, তাই শুনব।'' ঈশ্বর বললেন ''তাহলে ডালটা ছেড়ে দাও।'' লোকটা চিৎকার করে বলল " গড হ্যাভ ইউ গন ক্রেজি? আমি তো পড়ে যাব।" আমাদের অধিকাংশের বিশ্বাস এবং স্রষ্টাকে ডাকা ঐ লোকটার মতোই। বিশ্বাস করব অথচ মানব না- এটা স্রেফ মুনাফেকী। তাই বিশ্বাসের আলোকে প্রথমে বদলাতে হবে নিজেকে।

ভ্রান্ত বিশ্বাসকে তুলনা করা যায় লোহার শিকলের সাথে। যে বিশ্বাসের চিন্তা-ভাবনা বন্দী হয়ে থাকে একটা বৃত্তে। যে বৃত্ত ভাঙ্গার ইচ্ছা ও শক্তি কোনটাই থাকে না এরুপ বিশ্বাসীদের। এরা বিশ্বাস করে নেতিবাচকতায় বিশ্বাস করে দুর্ভাগ্যে। বিশ্বাস করে অলীকে। প্রতারককে খুব সহজে আপন করে নেয় অথচ বিশ্বাসীদের ঠেলে দেয় দূরে। যখন প্রতারিত হয় ভাবে এটাই নিয়তি। সত্যের ব্যাপারে এরা কু-তর্ক করে। অথচ প্রচলিত মূর্খতা গোড়ামি বা অবিদ্যার ব্যাপারে এদের পক্ষপাতিত্ব সীমাহীন। সহজাত বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ না করে এরা কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসে। ফলে সত্যবাণী শোনার আগ্রহ ও সামর্থ্য দুই-ই হারিয়ে ফেলে। এরা প্রতারকদের সঙ্গ যতখানি পেতে চায় ততখানিই দূরে থাকে সত্যান্বেষীদের সত্যবাণী শোনা থেকে। ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের এই বিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত। কল্যাণকর ভালো কিছু দেখলেই তাদের সন্দেহ জাগে। ভ্রান্ত বিশ্বাসে এতোটাই আচ্ছাদিত থাকে যে বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরও ব্যর্থতার গ্লানি দুর্দশা অভাব আর রোগ শোকে ভারাক্রান্ত হয়ে অসুখী অতৃপ্ত জীবনাবসান হয় তার।

অথচ মুক্ত বিশ্বাস এ সকল অতিক্রম করে একটা মানুষকে নিয়ে যেতে পারে অনন্য উচ্চতায়। কারণ বিশ্বাসী বিশ্বাস করে তার অফুরন্ত সম্ভাবনায়, ইতিবাচকতায়, সৃজনশীলতায় আর নিজের ও অন্যের কল্যাণকামীতায়। কারণ সুস্থ ও সৎ জীবনাচার, সময়ানুবর্তিতা, নিষ্কাম কর্ম মুক্ত বিশ্বাসের পথে চলবার পাথেয়। ভ্রান্ত বিশ্বাসীরা প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সর্বদা সে পরাজিত হয় নিজের কাছেই। কারণ নিজের অনন্যতা উপলব্ধি করতে পারে না সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। পারেনা জৈবিক জীবনের সীমাবদ্ধতাকে জয় করে সাফল্যের সরল পথে চলতে। ভয় ভীতি আশা সন্দেহ লোভ-লালসা কাপুরুষতা এগুলো অবিশ্বাসীদের পোষাক। এরা প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে সদা আবদ্ধ। মুক্ত বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ চারপাশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। বিশ্বাসীরা নিজেদের শোধন করার ব্যাপারে সর্বদা যত্নশীল। মুক্ত বিশ্বাস স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবতে শেখায়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন "বিশ্বাসীরা কখনো কোন পাপ করলে দ্রুত তওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, আল্লাহর ইবাদত করে এবং শুকরিয়া আদায় করে। তার সন্তুষ্টির জন্য তারা দেশ দেশান্তরে চলে যায় আর তার সামনে রুকু ও সেজদায় অবনত হয়। বিশ্বাসীরা সৎ কাজে (নিজেরা অংশগ্রহণ করে ও অন্যদের) অনুপ্রাণিত করে, মন্দ কাজে (নিজেরা বিরত থাকে ও অন্যদের) নিরুৎসাহিত করে আর সব বিষয়ে আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলে। (হে নবী!) এই গুণে গুণান্বিত বিশ্বাসীদের তুমি (মহাসাফল্যের) সুসংবাদ দাও।" [সূরা তওবা, আয়াত- ১১২]। পরম প্রভু আমাদের অন্ধ বিশ্বাসের বৃত্ত ভেঙ্গে মুক্ত মন নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা দিন এবং বিশ্বাসীদের দলে অন্তর্ভূক্ত করুন।

লেখিকা আইসিবির প্রধান কার্যালয়ের পেনশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সহকারী মহাব্যবস্থাপক।

মহান ব্যক্তির একটি অনুরোধ লিপিকা

মো: সামসুল আলম আকন্দ

থমাস লিংকন এবং ন্যান্সি লিংকনের ২য় সন্তান আমেরিকার সবচেয়ে দীর্ঘকায় (৬ ফুট ৪ইঞ্চি) ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ছোটকাল থেকে বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিদ্যার্জনের জন্য তিনি পাঁয়ে হেটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতেন। শৈশব থেকেই তিনি দৈহিকভাবে শক্তিশালী এবং দৃঢ় মনের অধিকারী ছিলেন। নিজের সন্তানের বিদ্যার্জনের জন্য তিনি শিক্ষকদেরকে বিনয়ের সাথে শ্রদ্ধা করতেন। তাইতো তিনি তাঁর ছেলের জ্ঞানার্জনের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট তাঁর নিজের হাতে লেখা যে পত্র মারফত ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন সেই পত্রটির উদ্ধৃতিটি নিম্নে হুবহু প্রদত্ত হলো:-

"মাননীয় মহাশয়,
আমার পুত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার কাছে প্রেরণ করলাম। তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন-এটাই আপনার কাছে আমার বিশেষ দাবি।

আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন-সব মানুষই ন্যায় পরায়ণ নয়, সব মানুষই সত্যনিষ্ঠ নয়। তাকে এও শেখাবেন, প্রত্যেক বদমায়েশের মাঝেও একজন নি:স্বার্থ নেতা থাকে। তাকে

শেখাবেন, পাঁচটি ডলার কুড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে একটি উপার্জিত ডলার অধিক মূল্যবান। এও তাকে শেখাবেন, কীভাবে পরাজয়কে মেনে নিতে হয় এবং কীভাবে বিজয়োল্লাস উপভোগ করতে হয়। হিংসা থেকে দূরে থাকার শিক্ষাও তাকে দিবেন। যদি পারেন নীরব হাসির গোপন সৌন্দর্য তাকে শেখাবেন। সে যেন আগে ভাগেই এ কথা বুঝতে শেখে-যারা পীড়নকারী তাদেরকে সহজে কাবু করা যায়।

বইয়ের মাঝে কী রহস্য লুকিয়ে আছে, তাও তাকে বুঝতে শেখাবেন। আমার পুত্রকে শেখাবেন, বিদ্যালয়ে নকল করার চেয়ে অকৃতকার্য হওয়া অনেক বেশী সম্মানজনক। নিজের উপর তার যেন সুমহান আস্থা থাকে। এমনকি, সবাই যদি সেটাকে ভুলও মনে করে। তাকে শেখাবেন ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্র আচরণ করতে-কঠোরদের প্রতি কঠোর হতে। আমার পুত্র যেন এ শক্তি পায় হুজুগে মাতাল জনতার পদাংক অনুসরণ না করার। সে যেন সবার কথা শোনে এবং তা সত্যের পর্দায় ছেকে- যেন ভালটাই শুধু গ্রহণ করে-এ শিক্ষাও তাকে দিবেন। সে যেন শেখে, দুঃখের মাঝে কীভাবে হাসতে হয়। আবার কান্নার মাঝে লজ্জা নেই, এ কথা তাকে বুঝতে শেখাবেন। যারা নির্দয়, নির্মম তাদেরকে সে যেন ঘৃণা করতে শেখে, আর অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ থেকে সাবধানে থাকে।

আমার পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করবেন-কিন্তু সোহাগ করবেন না, কেন না আগুনে পুড়েই ইস্পাত খাঁটি হয়। আমার সন্তানের যেন অধৈর্য হওয়ার সাহস না থাকে-থাকে যেন তার সাহসী ধৈর্য। তাকে এ শিক্ষাও দেবেন নিজের প্রতি তার যেন সুমহান আস্থা থাকে, আর তখনই তার সু-মহান আস্থা থাকবে মানবজাতির প্রতি।

আপনার বিশ্বস্ত
আব্রাহাম লিংকন"

বস্তুতঃ মহান ব্যক্তিগণ নিরহংকারী এবং অবিচল আস্থার অধিকারী হন। তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে জনহিতকর কল্যাণে কাজ করে থাকেন এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদেরকেও সেভাবে তৈরি করার জন্য প্রয়োজনে কঠোর হতে পিছুপা হন না। আমাদেরও উচিত আমাদের সন্তানদেরকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আব্রাহাম লিংকন এর পথ অনুসরণ করা যাতে করে আমাদের সন্তানেরা সমাজ থেকে শুধু ভালটাই গ্রহণ করে, অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ বর্জন করে, অর্জন করে দু:খের মাঝে সাহসী ধৈর্য।

লেখক আইসিবির প্রধান কার্যালয়ের ইইএফ ডকুমেন্টেশন ডিপার্টমেন্টের সহকারী মহাব্যবস্থাপক।

বি. দ্র. অভিব্যক্তি বিভাগের লেখাসমূহ লেখক/লেখিকার সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত

ইয়াংস্টারস্

একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা

মোঃ সোহানুর রহমান সাগর

*** ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর পৃথিবীর বুকে যে ভূখন্ড মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল সেটি আমাদের এই সোনার বাংলাদেশ। এত অল্প সময়ে বাংলার মানুষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল যা ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। আকাশে তখনো কালো ধোঁয়া মেঘের মত উড়ছিলো। গাছে গাছে পাখিরা শঙ্কায় দিন গুণছিলো। ছাগল ছানার কানে মনে হয় তখনো গুলির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছিলো। পথে-ঘাটে কুকুরগুলো সতর্কতার সাথে কান খাড়া করে পথ চলছিলো। চার দিক কেবল বিরান মাঠ আর মাঠ। কোথাও কোন জনমানুষের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে নিথর কিছু মানবদেহ, কিন্তু তাতে প্রাণ নেই, আছে শুধু বুলেটের চিহ্ন। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে ঝাঁক বাঁধা কিছু শকুন একে অপরকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। শেয়ালগুলো মনে হয় লাশগুলোর পাশে অলসভাবে বসে পাহারা দিচ্ছে। মনে হয় ওদের খাদ্যের প্রতি ব্যাপক অনীহা এসেছে। তাই শকুনের খাওয়ার দৃশ্যটা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। আবার মাঝে মাঝে মিট মিট করে তাকিয়ে দেখছে একে অপরকে। স্রোতের সাথে কচুরিপানার মত ভেসে যাচ্ছে শুধু লাশ আর লাশ। নদীর বুকে ছোট্ট নৌকা ভেসে যাচ্ছে ঢেউ এর তালে তালে, দূর থেকে মনে হয় এক থোকা কলমিলতা ভেসে চলেছে নদীর বুকে। অনেক দূরে যেখানে আকাশ ঠেকেছে, কুয়াশার চাদরে মোড়া কয়েকটা ঘর বলে মনে হচ্ছে। গোধূলি লগ্নে পশ্চিম আকাশে, নীলাভ মেঘ জমেছে কোথাও হালকা, কোথাও গাঢ়। সূর্যটা লাল টকটক করছে, আলো আছে কিন্তু মনে হয় তাপ দেওয়ার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে একটু বিশ্রামের আশায় বৃদ্ধের মত হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে, ঠিক যেনো ঐ ঘরগুলোর পেছনেই তার আস্তানা।

ঘরে ফেরার জন্য মনে হয় তার আর তর সইছে না। কিন্তু পা যে আর উঠছে না। কেমন যেনো অলস হয়ে গেছে। এখানে একটু বিশ্রাম নিলে ভাল লাগতো, কিন্তু পথ যে এখনো বাকি। আজ চার দিন হলো পানি ছাড়া পেটে একটি দানাও পড়ে নি। যে প্রাণটা রক্ষার জন্য এত পথ অতিক্রম করে আপন ঠিকানার উদ্দেশ্যে আসা, সেটা মনে হয় এক্ষুণি বেড়িয়ে যাবে। আর এক পা তুললেই মনে হয় লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। না, আর না, এবার একটু বসতে হবে। বসার আগেই বসে পড়লো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজে মোড়ানো অর্ধেকটা বিড়ি বেড় করে তাতে আগুন ধরাতে গেল, কিন্তু শরীরের ঘামে দেয়াশলাই বাক্সটা এতোই ভিজে গেছে যে বার বার চেষ্টা করেও শেষে ব্যর্থ হলো। বিড়ির দিকে করুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনেক মায়া হলো। এবার কর্কশ দৃষ্টিতে তাকালো দেয়াশলাই বাক্সটার দিকে, হাতের তালুতে দলা পাকিয়ে ছুড়ে মারলো ক্ষোভে, কিন্তু বেশি দূর গেলো না। এদিক ওদিকে তাকালো হয়তো কাউকে খুঁজলো বিড়িটার মুখে আগুনি করার জন্য। আশে পাশে কাউকে না পেয়ে বিড়িটার দিকে আরও একবার মায়াবী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফেলে দিল, মুখে এমন এক ছাপ ফুটে উঠলো দেখে মনে হলো সদ্য তার পালের সেরা বলদটা মারা গেছে। হাঁটতে তার একদম ইচ্ছে করছে না। কিন্তু যেতে হবে, নয়তো এই নির্জন মাঠেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। ভবলিলা সাঙ্গ হওয়ার পূর্বে ফিরে যেতে চায় তার আপন ঠিকানায়। যেখানে আছে তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তানসহ গ্রামের প্রতিবেশীরা, যাদের মায়া ত্যাগ করে ছুটে গিয়েছিলো দেশ রক্ষার জন্য। আজ সে সফল হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরছে গ্রামে। কিন্তু, এই অবস্থায় তার পক্ষে কি সম্ভব কাঙ্খিত স্থানে ফিরে যাওয়া? তার সামনে যে বিরাট নদী। সে কি পারবে এত বড় নদী পাড়ি দিতে? নাকি এখানেই শেষ হবে তার জীবন কাহিনী? এই সমাজ, এই জাতি, এই দেশ, কেউ কি তার সন্ধান করেছিলো? সে কী ফিরে গিয়েছিলো তার আপনজনের কাছে? জানিনা তার এই কৃতকর্মের ফল সে পেয়েছিলো কী না? হয়তো পেয়েছে? নয়তো আজও পায়নি। এমনিভাবেই হয়তো ধরণীর বুক থেকে ঝরে গেছে অনেক তাজা প্রাণ, হয়তো অজানা রয়ে গেছে অনেক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার নাম।

লেখক আইসিবির প্রধান কার্যালয়ের অ্যাপ্রাইজাল ডিপার্টমেন্টের অফিস সহায়ক।

মা

মোঃ মনোয়ার হোসেন

মা কথাটি ছোট্ট অতি
শুনতে মধুর লাগে,
বার বার শুধু 'মা' বলে তাই
ডাকতে ইচ্ছে করে।

এত ডাকি মা কে তবু
পরাণ ভরে না,
একটু খানি আড়াল হলে
ভালো লাগে না।

আদর, শাসন, স্নেহ দিয়ে
লালন করেছো মাগো,
এত মমতা, এত ভালবাসা
মিলবে না আর কোথায়ও।

কখনো শরীর খারাপ হলে
অস্থির হয়েছো তুমি,
হাত বুলিয়ে পরম সেবায়
সারিয়ে তুলেছো মুহূর্তেই।

শত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাতে
মুখোমুখি জীবনভর,
হাসিমুখে তবু সব সয়েছো
জীবন সংগ্রামে নিরন্তর।

তোমার মতো আপন করে
ভাবেনা তো কেউ,
কোনদিন তাই জন্মের ঋণ মাগো
শোধ হবার নয়।

লেখক আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর-অফিসার।

ঢাকা শহর

মোঃ আকবর হোসেন

ঢাকা শহর আগে কি ছিল স্বচোখে দেখেছি
যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল শহর পেয়েছি।
হয়েছে জায়গায় জায়গায় বড় বড় ফ্লাইওভার,
সহজেই মানুষ যাচ্ছে এপার থেকে ওপার।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এই ঢাকা শহরকে,
আর যেন কালো ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে না এই শহরে।

ডিজিটাল এই ঢাকা শহরে ভরেছে গ্লাস ও লাইটে,
চোখ ধাঁধানো বিল্ডিং দেখি সন্ধ্যা হতে।
তুলে ফেলতে হবে শহরের ছোট পোস্টারের মেলা,
দেখা যাবে শহরটাকে আরো ডিজিটাল ছবি তোলা।
এ বিল্ডিং ও বিল্ডিং এ দেখা যায় তারের রাস্তা,
উচ্ছেদ করে ফেলে দিতে হবে তা বস্তা বস্তা।

রাস্তার পাশে ফুটপাত দখলে মানুষ করছে ভিড়,
হেঁটে যেতেও মাঝে মাঝে গা করে শিরশির।
রাস্তার পাশে বসাতে হবে ফুলের টব,
ফুটে উঠবে ডিজিটাল শহরের চারিপাশের সব।
আসুন আমরা সকলে মিলে কাজ করি এই শহরে,
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবন গড়ি অপরিচ্ছন্নকে রাখি দূরে।

লেখক আইসিবির প্রধান কার্যালয়ের ইইএফ উইং-এর অফিস সহায়ক।

অবসর

রামিসা আহমেদ
নবম শ্রেণি
হলিক্রস গার্লস স্কুল

এতদিন পর ছুটি মিলেছে
ক্লান্ত অবসর
চোখের কোনে জল জমেছে
হে সহচর।
ঝর্ণার জল উপচে পড়ুক
স্ফটিক জল;
জলের তরঙ্গে বাজুক
আমার পায়ের মল।
নিদ্রিত ভুবনে
জেগে একলা প্রহরী,
পূর্বে ছিল না সময়
এখন এতটা সময়ে কি করি।
করি বেঁচে থাকার পণ
কেমন যেন করছে এ মন;
ভাঙ্গা গলার স্বর
ক্লান্ত অবসর (২)।

রচয়িতা কর্পোরেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব আহাম্মদ জুলকারনাইন সোহেল এর সন্তান।

ইচ্ছা

খাদিজা বিনতে খায়ের
দ্বিতীয় শ্রেণি
শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ

ইচ্ছা আমার পরী হওয়া
ইচ্ছা আমার কাছে,
ইচ্ছা আমায় ডাকে
শুধু আমার মনের কাছে।
ইচ্ছে করে নীল আকাশে
উড়ব পাখির মত,
ইচ্ছে আমার নদীর তীরে
থাকব মাছের মত।
ইচ্ছে করে পরী হয়ে
আকাশ নীলে থাকি,
ইচ্ছে আমার অনেক আছে
ইচ্ছায় আমি থাকি।

রচয়িতা কর্পোরেশনের সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মুহাম্মদ আবুল খায়ের আজাদ এর সন্তান।

বি. দ্র. ইয়াংস্টারস্ বিভাগের লেখাসমূহ লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত।

Credit Rating Report

Investment Corporation of Bangladesh

Ref No	ACRSL13133/16
Company Name	Investment Corporation of Bangladesh
Assigned Ticker	ICB
Activity	Portfolio Management, Mutual Fund Management, Private Equity Investment and Project Financing among others.
Incorporated On	01 Oct 1976
Head Office	8, Rajuk Avenue, BDBL Bhaban, (Level 14 -17) Dhaka-1000

Rating Type	Corporate/Entity
Rating Validity	03 Oct 2017
Analyst(s)	ACRSL Analyst Team
Committee (s)	ACRSL Rating Committees

RATINGS SUMMARY

CREDIT RATING	CURRENT	PREVIOUS
Long-Term	**AAA**	AAA
Short-Term	**ST-1**	ST-1
Publishing Date	03 Oct 2016	30 Jun 2015

RATINGS EXPLANATION

AAA	Investment grade. **Highest ctedit quality with lowest expectation of credit risk.** When assigned this rating indicates the obligor has exceptionally strong capacity to meet its financial obligations and it is highly unlikely that this capacity will be impacted adversely by foreseeable events.
ST-1	Highest Grade. **Highest certainty of timely payment.** Short-term liquidity including internal fund generation is very strong and access to alternative sources of funds is outstanding, Safety is almost like risk free Government short-term obligations.

Rating Validity : This validity assumes no additional loan over that disclosed in Q3FY16 [ended 31 March] audited/management certified balance sheet and that management has disclosed all material & adverse to financials since Q3FY16.

Confidential and Limited Use Only
Copyright © 2014 ARGUS Credit Rating Services Limited

আইসিবি পরিক্রমা
সংখ্যা ১৫| আশ্বিন ১৪২৪ | সেপ্টেম্বর ২০১৭

- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট ও আইসিবির সাবসিডিয়ারি কোম্পানি পরিচালিত ইউনিট সার্টিফিকেটসমূহ লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- আইসিবি ডিবেঞ্চার ও বন্ড ইস্যুতে অর্থায়ন করে।
- লিজিং-এ আইসিবি দিচ্ছে সর্বোত্তম সেবার প্রতিশ্রুতি।
- বাংলাদেশ ফান্ডে বিনিয়োগ করুন।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি,
আসুন এই ব্যাধি নির্মূলে আমরা সকলে মিলে কাজ করি।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

আইসিবি তার কর্পোরেট সুশাসন পরিপালনে এবং জনস্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে শেয়ারমালিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ সর্বোপরি জনসাধারণের আইসিবি সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ, অনুসন্ধান ও পরামর্শ থাকলে তা GRS ফোকাল পয়েন্টকে জানাতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা:
মো. ফারুক আলম
GRS ফোকাল পয়েন্ট ও
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্স এন্ড আপিল ডিপার্টমেন্ট
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪)
৮, রাজউক অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১০০০।
e-mail : agm_discipline@icb.gov.bd
Phone No. : 9585092
Mobile : 01727068990

সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি এগিয়ে ...